দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 APR 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

17

মহাসম্মেলনে এরশাদ

বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য ১০% মহার্ঘভাতা ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল (বুধবার) বেসরকারী স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য আগামী ১লা জুলাই হইতে শতকরা দশভাগ মহার্ঘ ভাতা প্রদানের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। বাসস জানায়, গতকাল (বুধবার) বিজয় সরণীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষকদের চতুর্থ বার্ষিক মহা সম্মেলনে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট আগামী ১লা জুলাই হইতে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার জন্য একটি জাতীয় শিক্ষক কল্যাণ তহবিল

(শেষ পৃঃ ২-এর ক: দ্র:)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

গঠনের কথাও ঘোষণা করেন এবং বলেন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জাতীয় পে-স্কেলের আওতায় আনা হইবে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনেরও সভাপতি। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত মহাসম্মেলনে ভাষণদানকালে তিনি আরও বলেন যে, সরকারী কলেজ, স্কুল এবং মাদ্রাসার শিক্ষকগণও ইতিপূর্বে ঘোষিত সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত সুবিধাদি ভোগ করিয়াছেন।

উপপ্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ ও শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম এবং ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ শেখ আমানুল্লাহ, প্রিন্সিপ্যাল এ কে এম শহীদুল্লাহ, মওলানা মুহম্মদউল্লাহ, অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যাপক এ, কে, এম, আলী রেজা এবং কাজী ফারুক আহমদও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলন প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে ৬৪টি জেলা হইতে আগত হাজার হাজার শিক্ষক প্রেসিডেন্টকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তাহাকে বিপুলভাবে মাল্য ভূষিত করা হয়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, বেসরকারী শিক্ষকদিগকে প্রদত্ত অনুদান ১লা জুলাই হইতে তাহাদের বেতন ও ভাতার সঙ্গে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হইবে। এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয়করণকৃত কলেজগুলিতে নূতন পদ সৃষ্টি করা হইবে এবং শিক্ষকদের চাকুরী নিয়মিত করা হইবে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারী শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, দেশে তিন লক্ষ শিক্ষক রহিয়াছেন। প্রত্যেকে যদি অবসর সময়ে দশজনকে শিক্ষাদান করেন তাহা হইলে তিন কোটি লোককে শিক্ষিত করিয়া তোলা সম্ভব।

শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া তিনি বলেন, শিক্ষকদের প্রাপ্য সম্মান না দেওয়া হইলে কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট শিক্ষকদের উদ্দেশে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া শোনাইবার পর শ্রোতা-দর্শকমণ্ডলী তাহাকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানায়।

উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ বলেন, শিক্ষকরা সমাজের চালিকাশক্তি। তিনি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহাদের সহযোগিতা কামনা করেন। শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিসর্জনের আদর্শ কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দুই হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা অর্জনের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষকদের সহযোগিতা কামনা করেন।